সংবাদ

তারিখ ... 06 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির পরিধি বাড়ছে

ফল প্রকাশে হয়রানিও চরমে

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষার প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ফেরাতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও নানা জটিলতার কারণে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটছে। এতে শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ নিয়ে সংক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন ও অভিযোগ করছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এখন ক্রাশ প্রোগামের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাউবিতে প্রায় পাঁচ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে বাউবিতে দশ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংবাদকে জানিয়েছেন বাউবি'র উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, শিক্ষামন্ত্রীও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের আওতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বাউবি কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নির্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন এডুকেশন, ই-বুক, ওয়েব রেডিও, ওয়েব উন্মুক্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

উন্মুক্ত : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টিভি, মোবাইল অ্যাপসসহ ব্লেন্ডেড এডুকেশনের সর্বোত্তম ব্যবহার শুরু হয়েছে।

আর্থিক, সামাজিক কারণে বা সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং বিভিন্ন স্তরে যারা ঝরে পড়ে তারা যেকোন বয়সে যে কোন স্তরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠলাভের সুযোগ পায়। আবার সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সান্ধ্যকালীন বিভিন্ন কোর্সে পাঠলাভ করছেন।

১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল চার লাখ ৩৩ হাজার ৪১৩ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ৭০ হাজার। গাজীপুরের বোর্ড বাজারে প্রতিষ্ঠিত বাউবিতে বর্তমানে ৬২টি একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এর মধ্যে ফরমাল (আনুষ্ঠানিক) ৪৩টি এবং নন-ফরমাল (অনানুষ্ঠানিক) প্রোগ্রাম ১৯টি।

সারাদেশে বাউবির ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র বা ক্যাম্পাস রয়েছে। উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে ৮০টি। আর মোট শিক্ষণ কেন্দ্র (স্টাডি সেন্টার) রয়েছে এক হাজার ৫০২টি। স্থায়ী ও অস্থায়ী মোট শিক্ষক আছেন ২৬ হাজার ৬২৫ জন।

এছাড়া সারাদেশে ছয়টি একাডেমিক স্কুল এবং এক হাজার ১৯৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের।

এদিকে দেশব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া ও চীনে বাউবির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এগুলোতে ওইসব দেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক ও নাগরিক পাঠলাভের সুযোগ পাচ্ছে।

ফল প্রকাশে বিড়ম্বনা ও ভোগান্তি

২০১৪ সালে ঢাকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কেন্দ্র থেকে বিএড (ব্যাচেলর অব এডুকেশন) পরীক্ষা দিয়েছিল শারমিন সুলতানা। তবে অসুস্থতার কারণে তিনি একটি মৌখিক পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দিতে পারেননি, পরবর্তীতে পরীক্ষার সময় ওই মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই ধাপে ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও কোন কারণ ছাড়াই শারমিন সুলতানার ফল আটকে থাকে। পরবর্তীতে বাউবির বিভিন্ন পর্যায়ে তদবির ও দৌড়ঝাঁপ করে এবার তিনি ফল জানতে পান।

এদিকে উচ্চ শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য ও অনুপস্থিত দেখিয়ে গত জুনে চট্টগ্রামের তিন শতাধিত এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গন ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগ উঠে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ২০১১ সালের ফল ২০১৫ সালে প্রকাশ করেছে। এতে আবার অনেকের ফল প্রকাশ করা হয়নি। এই অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য বাউবি প্রশাসন দায়ী। এসব অনিয়মের প্রতিবাদে গত মাসে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মানববন্ধন করেন তিন শতাধিক শিক্ষার্থী।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাউবির এসএসসিতে একজন শিক্ষার্থী অতিরিক্ত বিষয়সহ ১১টি বিষয় পরীক্ষা দিতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীকে ২৬০৩, ২৬০৪, ২৬০৭ বিষয়গুলো যোগ করে ১৪টি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছে দেখানো হয়েছে।

ইব্রাহিম সেলিম নামে এক শিক্ষার্থী জানান, 'পূর্বে শিক্ষার্থীকে ফোন করে পরীক্ষা বিভাগ জানায়, 'তদন্ত চলছে সনদপত্র সংশোধন হলে যাবে। কিন্তু গত ১১ এপ্রিল ১৭ পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থী আবার ফোন করলে বলেন, 'আইডি নম্বর-০২-০-১০-৮৯৮-০৯৮, এসএসসির সনদপত্র সংশোধন হয়েছে, আইডি নম্বর-০৬-০-১১-৮৯৮-৩৪৫, এইচএসসিরটা পরে হবে।'

অপর শিক্ষার্থী নাজিম উদ্দিন জানায়, 'প্রথম বর্ষে রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১৩-০-১০-৯১১-০৯৭ সঠিক ছিল, দ্বিতীয় বর্ষে রেজিস্ট্রেশনের সময় টিওটরিয়াল কেন্দ্র ভুল করে ১৪-০-১-১০-৯১১-০৯৭ উল্লেখ করেছে। ফলে হাজিরা শিটে নাম নেই, পরীক্ষার অংশগ্রহণ করে পাস করার মতো লিখেছেন, কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হয়নি।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বাউবি'র উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, 'এই ধরনের হয়রানি এখন থেকে আর হবে না। কারণ আগে ফল প্রকাশে ১৩/১৪ সময় লাগত। এখন ক্রাশ প্রোগাম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে।'

ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের ভরসা বাউবি

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও সবাই কলেজে ভর্তি হয় না। অনেকেই ঝরেপড়ে। পরবর্তীতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই বাউবিতে ভর্তি হয়। গত বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ১০টি শিক্ষা বোর্ডের প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি।

এর আগে ২০১৫ সালে ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল মোট ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু ভর্তির জন্য অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন করেছিল প্রায় ১১ লাখ ৪৯ হাজার শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করেনি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের প্রায় এক লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
ডাক নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর